(স্কুলের পত্রিকায় লেখা) সম্পাদকীয়

‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের অপু লুকিয়ে লুকিয়ে লিখত। তার অনেক লেখাই ছিল সদ্য পড়া বই বা সদ্য দেখা যাত্রা পালাগানের অনুকরণ মাত্র। অপুদের বয়সের ধর্মই এই যে তারা বদলায় না। লেখক জাঁ পল সাঁত্রেও তাঁর আত্মজীবনী ‘শব্দ’-তে অল্প বয়সে অনুকরণ করে লেখার কথা স্বীকার করেছেন। ভালো লেগেছে, অন্যের লেখাটা নিজের মনে হয়েছে, ব্যাস। স্কুলের ম্যাগাজিনের জন্য লেখা চাইলেই এমন অনুকৃত লেখায় সম্পাদকের ফাইল ভরে যায়। পড়তে পড়তে ভাবি মহান সব লেখকদের ছেলেবেলার কথা। দেশে দেশে কালে কালে এমনটাই হয়। তবে টুকে লেখা আর এই অনুকৃত লেখার মধ্যে পার্থক্য আছে। একজন প্রাপ্তবয়স্কের ‘কুম্ভিলক বৃত্তির’(পরের লেখা চুরি করে লেখা) সঙ্গে অপুদের বয়সে অনুকরণের বিস্তর পার্থক্য আছে। অল্প বয়সের এই অনুকরণই পরে কল্পনাকে ডানা মেলতে শেখায়। তবে পড়ার আগ্রহ থাকা চাই। অনেক বেশী দেখার এবং শোনার অভ্যেস থাকা চাই। অপু মায়ের কাছে শুনত মহাভারত, বাবার বইপত্র খুঁজে যা পেত তাই পড়ত, গ্রামের মনসা ভাসানের গান শুনত, কত অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলত। অনেক মানুষকে, অনেক জীবনকে, অনেক ছাপার অক্ষরকে, অনেক বড় এই চারপাশের পৃথিবীটাকে পড়তে পড়তে দেখতে দেখতে ভাবপ্রকাশের রহস্যটাকে যেদিন ধরতে পারা যায় সেদিন তাকে আর বলে দিতে হয় না, বুঝিয়ে দিতে হয় না কী লিখতে হবে, কেমন করে লিখতে হবে।

মনের ভাবনাকে লিখে প্রকাশ করা মোটেই সহজ কাজ নয়। ‘বর্ষাকাল’ প্রবন্ধ লেখা যেমন কঠিন, অন্ত্যমিল দিয়ে পদ্য লেখা তারচেয়েও কঠিন কাজ -- যারা অন্তত একবার না একবার নিজে কিছু লেখার চেষ্টা করেছেন তারাই জানবেন। কজনই বা লেখার সুযোগ পায়? কি লিখছি আর কেন লিখছি এটা বুঝে কজন লিখতে পারে? কজনই বা মনের কথাটি লিখতে পারে? কজনই বা নিয়মিত লেখে? কজনই বা ঠিক সময়ে লেখা জমা দেয়? লেখা চাইলেই তাই লেখা পাওয়া যায় না। গত বছর শুরু করে পত্রিকা প্রকাশ করতে তাই লেগে গেল এক বছর। ভালো লেখার খোঁজে লেগে থাকতে হয়েছে। একই লেখা তিন-চারবার লিখতে বাধ্য করা হয়েছে। গোটা ক্লাসকে লিখতে বলে তার মধ্যে একটি দুটি লেখা বেছে নেওয়া হয়েছে। বার বার বলা হয়েছে, ‘রাইটিং ইস রিরাইটিং’, ‘লেখা মানেই ফিরে লেখা’; নিজের লেখার সম্পাদক তুমি নিজেই।

রবীন্দ্রনাথের লেখা ‘খাতা’ গল্পের নায়িকার কাছ থেকে তার স্বামী লেখার খাতাটি কেড়ে নিয়েছিল। মেয়েদের কথা, মেয়েদের মনের কথা লিখেছেন কজন? বেগম রোকেয়া, আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী পার হয়ে আজ একশ বছর পরে একটু সময় বদলেছে বলেই মনে হয়। মালালা ইউসুফজাই**য়ের** নাম এরা শোনেনি সবাই, তবু বাল্যবিবাহ নিয়ে, মেয়েদের অধিকার নিয়ে আমাদের স্কুলের মেয়েরা এবারের পত্রিকায় তাদের মনের কথা প্রকাশ করেছে। সে লেখায় অভিমান আছে, রাগ আছে, বেদনা আছে। শুধু সাহিত্যের রস উপভোগ নয়, শুধু কচি মনের অগোছাল প্রকাশ নয়; পাঠককে ভাবানোর মত, তর্ক করার মত অনেক লেখা আছে এই পত্রিকায়। নিজে পড়ুন, যে পড়তে জানেনা তাকে পড়ে শোনান, আলোচনা করুন। ভালো লাগলে অন্যদের জানান, মন্দ লাগলেও অন্যদের জানান। পাঠ উপভোগ করুন।

৩১-০৭-২০১৫